

سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ ﴿١٩﴾

৯৯-সূরা মারইয়াম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯৯ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

২। কাফ হা ইয়া আঈন সাদ ।

كَهَيَعَسَّ ﴿٢﴾

৩। ইহা তোমার প্রভুর সেই রহমতের বর্ণনা যাহা তিনি তাঁহার বান্দা যাকারিয়্যার উপর করিয়াছিলেন ।

ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴿٣﴾

৪। যখন সে তাহার প্রভুকে মৃদুকাঠে বার বার ডাকিয়াছিল ।

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴿٤﴾

৫। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু ! নিশ্চয় আমার অবস্থা এইরূপ যে, বার্থকাবশতঃ আমার অস্থিসমূহ দুর্বল হইয়া গিয়াছে এবং আমার মাথা উত্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু হে আমার প্রভু ! তোমার নিকট দোয়া করিলা আমি কখনও বার্থ মনোরথ হই নাই;

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٥﴾

৬। এবং নিশ্চয় আমি আমার (মৃত্যুর) পরে আমার আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে ভয় করি, এবং আমার স্ত্রী বক্বা । সূতরাং তুমি তোমার পক্ষ হইতে আমাকে উত্তরাধিকারী দান কর,

وَلَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَأْيِكَ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٦﴾

৭। যে আমার উত্তরাধিকারী হইবে এবং ইয়াকুবের বংশধরগণেরও (সকল নেয়ামতের) উত্তরাধিকারী হইবে, এবং হে আমার প্রভু ! তাহাকে তুমি (তোমার প্রতি) সদা সন্তুষ্টচিত্ত বানাও ।

يَرْثِيَنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٧﴾

৮। (আল্লাহ বলিলেন) 'হে যাকারিয়্যা ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি, যাহার নাম ইয়াহইয়া হইবে, ইতিপূর্বে আমরা এই নামে কাহাকেও অভিহিত করি নাই ।'

يُزَكِّيَنَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٨﴾

৯। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! কিরূপে আমার পুত্র হইবে, যেহেতু আমার স্ত্রী বক্বা এবং আমি বার্থক্যের চরম সীমায় পৌছিয়া গিয়াছি ?'

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَكَذَٰلِكَ بَلَّغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٩﴾

১০। সে (ফিরিশ্তা) বলিল 'এই ভাবেই হইবে।' তোমার প্রভু বলিলেন, 'ইহা আমার জন্য সহজ; আমি তোমাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।'।

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَٰذَا
خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝

১১। (মাকারিয়া) বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমার জন্য কোন নিদর্শন দান কর।' আল্লাহ্ বলিলেন, 'তোমার জন্য এই নিদর্শন যে, তুমি লোকদের সঙ্গে একাদিক্রমে তিন দিব্যরাশি কথা বলিও না।'।

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً ۚ قَالَ إِنِّي أَنُكَلِّمُ
النَّاسَ تِلْكَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝

১২। অতঃপর, সে মেহরাব (ইবাদত-কক্ষ) হইতে বাহির হইয়া তাহার জাতির নিকট আসিল এবং তাহাদিগকে মৃদুস্বরে বলিল যে, সকলে ও সন্ধ্যায় তসবীহ (আল্লাহর পবিত্রতা কীর্তন) করিতে থাক।

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ
أَن سُبِّحُوا بُكْرَةً وَعَصِيًّا ۝

১৩। (আল্লাহ্ বলিলেন,) 'হে ইয়াহুইয়া! তুমি এই কিতাবকে ময়বুতভাবে ধর।' এবং আমরা তাহাকে বাল্যকালেই প্রজ্ঞা দান করিয়াছিলাম।

يُنَبِّئُ خَلْدَ الْكِتَابِ بِعُذُوٍّ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَ
صَبِيًّا ۝

১৪। আরও (দান করিয়াছিলাম) আমাদের তরফ হইতে (হাদয়ের) কোমলতা ও পবিত্রতা, এবং সে মৃত্যুকী ছিল।

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَوْفِيقًا

১৫। এবং সে পিতামাতার প্রতি সদাচারী ছিল, এবং সে উগ্র, অবাধা ছিল না।

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَوِيًّا ۝

১৬। এবং তাহার উপর শাস্তি—যেদিন সে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং যেদিন সে মৃত্যু বরণ করিবে, এবং যেদিন তাহাকে জীবিত করিয়া পুনরুত্থিত করা হইবে।

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُرْفَعُ
فِي سَعَاءٍ ۝

১৭। এবং এই কিতাবে (যেখানে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি মরিয়মের (রত্নাত্ত) উল্লেখ কর, যখন সে তাহার পরিবারবর্গ হইতে পৃথক হইয়া পূর্ব দিকে অবস্থিত এক স্থানে নিরালায় চলিয়া গেল;

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَذْمُومًا إِذَا نَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا
مَكَانًا شَرِيفًا ۝

১৮। অতঃপর সে তাহাদের নিকট হইতে নিজে একে আড়ান করিয়া নহিল, তখন আমরা আমাদের ফিরিশ্তাকে তাহার নিকট পাঠাইলাম, সে তাহার নিকট এক সৃষ্ট মানবরূপে আশ্রয় প্রকাশ করিল।

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا
رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

১৯। সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি তোমা হইতে রহমান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি মৃত্যুকী হইয়া থাক।'।

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ ۖ إِن كُنْتُ بِشَيْءٍ

২০। সে (ফিরিশ্তা) বলিল, 'আমি তো তোমার প্রভুর এক বাণী-বাহক মাত্র, যেন আমি তোমাকে এক পবিত্র পুহ (সম্পর্কে সুসংবাদ) দান করি।'

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝

২১। সে বলিল, 'আমার পুত্র সন্তান কিরূপে হইবে, যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই এবং আমি বাড়িচারিনীও নহি?'

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝

২২। সে (ফিরিশ্তা) বলিল, 'এই রূপেই হইবে।' তোমার প্রভু বলিয়াছেন, 'ইহা আমার জন্য সহজ, এবং (ইহা এই জন্য করিব) যে আমরা তাহাকে আমাদের তরফ হইতে মানুষের জন্য এক নিদর্শন এবং রহমতের কারণ করি; এবং ইহাই তুমি দ্বারা নির্ধারিত হইয়া আছে।'

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبِّي هُوَ عَلِيمٌ وَذِي جَلَالٍ ۝ إِنَّا جَعَلْنَاهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝

২৩। অতএব সে তাহাকে গর্ভে ধারণ করিল এবং তাহাকে মইয়া এক দ্রবতী স্থানে নিরালস্য চলিয়া গেল।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَاتًا غَوِيًّا ۝

২৪। অতঃপর, যখন তাহার প্রসব বেদনা তাহাকে এক খর্জুর-রুক্ষের কাণ্ডের দিকে যাইতে বাধ্য করিল তখন সে বলিল, 'হায়, ইহার পূর্বেই যদি আমি মরিয়া যাইতাম এবং আমি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যাইতাম!'

فَاجْمَأْهَا النِّعَاصُ إِلَى جِدْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّوْتًا ۝

২৫। তখন সে (ফিরিশ্তা) তাহাকে তাহার নীচের দিক হইতে ডাক দিয়া বলিল, 'তুমি দুঃখিত হইও না, নিশ্চয় তোমার প্রভু তোমার নিম্নদেশ দিয়া এক খণ্ড প্রবাহিত করিয়াছেন।

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبِّي خُتُوكَ خِفَاءً ۝

২৬। এবং খর্জুর-রুক্ষের কাণ্ড ধরিয়া তুমি নিজের দিকে নাড়া দাও, তোমার উপর উহা সদা পাকা খর্জুর নিষ্কণ করিবে;

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُنَظِّقُ عَلَيْكَ رُطْبًا جُثْيًا ۝

২৭। সূতরাং তুমি খাও এবং পান কর এবং চক্ষুকে স্নিগ্ধ কর। এবং যদি তুমি কোন মানুষকে দেখ, তখন (তাহাকে) বল, 'আমি রহমানের উদ্দেশ্যে রোযা মানত করিয়াছি; সূতরাং আজ আমি কোন মানুষের সহিত কোনক্রমেই কথা বলিব না।'

فَكُلْ وَاشْرَبِي وَكَذَرِي عَيْنًا قَامًا تَرَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ يَوْمًا إِنْسِيًّا ۝

২৮। অতঃপর সে তাহাকে আরোহণ করাষ্টয়া নিজ জাতির নিকট আসিল; তাহারা বলিল, 'হে মরিয়ম! তুমি নিশ্চয় অত্যন্ত ভ্রমণা কাত্ত করিয়াছ!'

قَالَتْ لَهُ قَوْمَهَا فَيَسْأَلُهَا قَوْمُهَا لَمَّا رَأَتْهَا قَالُوا يَمْزِجُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا قَوْمِيًّا ۝

২৯। হে হারুনের ভগ্নী! না তোমার পিতা অসচ্চরিত্র ছিল, এবং না তোমার মাতা বাড়িচারিণী ছিল।'

يَاخَتْ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ
أُمُّكِ بِيَئًا ۝

৩০। তখন সে তাহার দিকে ইশারা করিল। তাহারা বলিল, 'আমরা তাহার সহিত কিরূপে কথা বলিব যে এক দেলনার শিশু?'

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي
الْمَهْدِ صَبِيًا ۝

৩১। সে (ঈসা) বলিল, নিশ্চয় আমি আল্লাহর বাস্না, তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন এবং আমাকে নবী মনোনীত করিয়াছেন।

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَمَوْلَانِي ۝

৩২। এবং আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতমণ্ডিত করিয়াছেন, এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে নামায ও যাকাত আদায় করার বিশেষ নির্দেশ দিয়াছেন;

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ مَا مَدُمْتُ حَيًّا ۝

৩৩। এবং তিনি আমাকে আমার মাতার প্রতি সদাচারী করিয়াছেন, এবং তিনি আমাকে উদ্ধৃত ও হতভাগা করেন নাই।

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝

৩৪। এবং আমার উপর শাস্তি—যেদিন আমি ডান্ধ গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং যেদিন আমি মৃত্যু বরণ করিব এবং যেদিন আমাকে জীবিত করিয়া পুনরুৎপত্ত করা হইবে।'

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ
أُبْعَثُ حَيًّا ۝

৩৫। এই হইল মরিয়মের পুত্র ঈসা, ইহা সত্য বিবরণ, যাহার সম্বন্ধে তাহারা তর্ক-বিতর্ক করে।

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ
يَسْتَدْرُونَ ۝

৩৬। ইহা আল্লাহর মর্যাদার পরিপন্থী যে, তিনি নিজের জন্য কোন পুত্র গ্রহণ করেন, তিনি পবিত্র। যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেন তখন তিনি উহাকে বলেন, 'হও', অতঃপর উহা হইয়া যায়।

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دُلَّةٍ مِثْلَهُ إِذَا قَضَىٰ
أَمْرًا فَإِنَّا نَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

৩৭। (ঈসা বলিল) 'নিশ্চয় আল্লাহ আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু, সুতরাং কেবল তাঁহারই ইবাদত কর, ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।'

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُواهُ هَدًى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ۝

৩৮। কিন্তু বিভিন্ন দল তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মহানৈক্য করিল; সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের যাহারা এক চরিত্র দ্বিবেস হামির হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করে।

فَاتَّخَفَ الْأَغْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

৩৯। সেদিন তাহারা আমাদের সম্মুখে হামির হইবে, নক্ষত্র কর, সেদিন তাহাদের শ্রবণ-শক্তি এবং দৃষ্টি-শক্তি কহ প্রখর

اسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوتَنَّا لَكُمُ الظَّالِمُونَ

হইবে ! কিন্তু যানেমগণ আজ প্রকাশ পথভ্রষ্টতার নাক্ষা পড়িয়া আছে ।

الْيَوْمَ فِي صَلَاتِي مِئِينَ ①

৪০ । এবং তুমি তাহাদিগকে বিষাদের দিন সম্বন্ধে সতর্ক কর, যখন সকল বিষয়ের ফয়সাল করিয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু (এখন) এই সকল লোক ওদাসীনো পড়িয়া আছে, তাই তাহারা ঈমান আনে না ।

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ②

৪১ । নিশ্চয় আমরা সমগ্র পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইব এবং তাহাদেরও যাহারা ইহার উপর আছে এবং তাহাদের (সকলকে) আমাদের দিকেই ফিরাইয়া আনা হইবে ।

إِنَّا نَحْنُ ثَرِثُ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا بِعُ يُزْجِعُونَ ③

৪২ । এবং এই কিতাবে (সরূপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি ইব্রাহীমের (রূডাত্ত) উল্লেখ কর, নিশ্চয় সে পরম সত্যবাদী ও নবী ছিল ।

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ الْإِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ④

৪৩ । যখন সে তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, 'হে আমার পিতা ! তুমি কেন ঐ সকল বস্তু ইবাদত কর যাহারা ভুলেও না এবং দেখেও না এবং তোমার কোন উপকারেও আসে না ?

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا ضَرَّ ⑤

৪৪ । হে আমার পিতা ! নিশ্চয় আমার নিকট এমন জ্ঞান আসিয়াছে যাহা তোমার নিকট আসে নাই, সুতরাং তুমি আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সহজ পথ দেখাইব;

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ⑥

৪৫ । হে আমার পিতা ! তুমি শয়তানের ইবাদত করিও না, নিশ্চয় শয়তান রহমান আল্লাহর অবাধ্য;

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَصِيًّا ⑦

৪৬ । হে আমার পিতা ! নিশ্চয় আমি ভয় করি যেন রহমান আল্লাহর (অবাধ্যতার জন্য) কোন আশাব তোমাকে স্পর্শ না করে, যাহার ফলে তুমি শয়তানের বন্ধ হইয়া যাও ।

يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ مَلَكًا ⑧

৪৭ । সে বলিল, 'হে ইব্রাহীম ! তুমি কি আমার মা'বদগণ হইতে বিষম হইতেছ ? যদি তুমি বিরত না হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরমাতে হত্যা করিব, (তবে মঙ্গল ইচ্ছাতেই) তুমি কিছু কালের জন্য আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাও, (যেন আমি ক্রোধবশতঃ কিছু করিয়া না বসি) ।

قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَىٰ يَكُونُ لِي مِنْ لَمْ تَتَّبِعْ لِأَرْجَمُكَ وَاهْجُرْنِي مَلَكًا ⑨

৪৮ । সে (ইব্রাহীম) বলিল, 'তোমার উপর শাস্তি বর্ষিত হউক; নিশ্চয় আমি আমার প্রভুর নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব । নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতীব দয়ালু;

قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ مَا سَتَعْمُرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ فِي حَقِّيًّا ⑩

৪৯। এবং (হে পিতা!) আমি তোমাদের এবং উহাদের নিকট হইতে, যাহাদিগকে তোমরা আলাহ্ ব্যতীত ডাক, দূরে সরিয়া যাইব; এবং আমি আমার প্রভুর নিকট দোয়া করিব, এবং নিশ্চয়, আমি আমার প্রভুর নিকট দোয়া করিয়া বিফল মনোরথ হই না।'

৫০। সুতরাং যখন সে তাহাদের নিকট হইতে এবং তাহারা আলাহ্ ছাড়া যাহাদের ইবাদত করিত তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; তখন আমরা তাহাকে ইসহাক্ ও ইয়াকুব দান করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের প্রত্যেককে আমরা নবী মনোনীত করিয়াছিলাম।

৫১। এবং আমরা তাহাদিগকে আমাদের রহমতের এক (বিপুল) অংশ দান করিয়াছিলাম, তদুপরি আমরা তাহাদিগকে সমুদ্রত চিরস্থায়ী সৃষ্টিয়া প্রদান করিয়াছিলাম।

৫২। এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি মসার (রুডাভ)-ও উল্লেখ কর। নিশ্চয় সে মনোনীত (বান্দা) ছিল এবং রসূল, নবী ছিল।

৫৩। এবং আমরা তাহাকে তুর পর্বতের ডান পার্শ্ব হইতে ডাক দিয়াছিলাম এবং নিভৃত্তে আশ্রয় করার সময় তাহাকে নৈকট্য দান করিয়াছিলাম।

৫৪। এবং আমরা তাহাকে আমাদের রহমত হইতে তাহার ভাই হারুনকে (সাহায্যকারীরূপে) দান করিয়াছিলাম, যাহাকে (আমরা) নবী করিয়াছিলাম।

৫৫। এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) ইসমাইলেরও (রুডাভ) উল্লেখ কর, নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতি পাশনে সত্যপরায়ণ এবং রসূল ও নবী ছিল।

৫৬। এবং সে তাহার পরিজনবর্গকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিত; এবং সে তাহার প্রভুর দৃষ্টিতে সন্তোষভাজন ছিল।

৫৭। এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি ইদরীসের (রুডাভ) উল্লেখ কর, নিশ্চয় সে পরম সত্যবাদী নবী ছিল।

৫৮। এবং আমরা তাহাকে অতি উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছিলাম।

وَاَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَادْعُوْا رَبِّيْ ۝ عَنِّيْ اِلَّا اَكُوْنَ بِدَعَاۤءِ رَبِّيْ مُوْتِيْۤا ۝

فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَكَلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ ۝ وَصِيۡٓءًا عَلَيَّۤا ۝

وَادْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰى اِنَّهٗ كَانَ فَخْلًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَفَزَّٰنُهٗ ۝ نَبِيًّا ۝

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اٰخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ۝

وَادْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صٰدِقَ الْوَعْدِ ۝ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝

وَكَانَ يٰمُرُۭاٰهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ۝

وَادْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِذْ رِيسٌ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۝

وَرَفَعْنٰهُ مَكَآٰئًا عَلَيَّۤا ۝

৫৯। এই সকল লোক আদম-সন্তানদের মধ্য হইতে নবীগণের অন্তর্ভুক্ত, যাহাদের উপর আল্লাহ পুরস্কার নাযেল করিয়াছিলেন, এবং তাহারা ঐ সকল লোকের (বংশধরগণের) মধ্য হইতে, যাহাদিগকে আমরা নূহের সঙ্গে (নৌকায়) আরোহণ করাইয়াছিলাম, এবং তাহারা ইব্রাহীম ও ইসরাঈলের বংশধরগণের মধ্য হইতে এবং তাহারা ঐ সকল লোকের মধ্য হইতে, যাহাদিগকে আমরা হেনস্তাত দিয়াছিলাম এবং মনোনীত করিয়াছিলাম; যখন তাহাদের নিকট রহমান আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হইত তখন তাহারা সেজদা করিতে করিতে এবং কান্দিতে কান্দিতে নুতাইয়া পড়িত।

৬০। কিন্তু তাহাদের পরে এমন বংশধর (তাহাদের) স্থলাভিষিক্ত হইল যাহারা (অবহেলা করিয়া) নামাযকে নষ্ট করিয়া দিল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিল। সুতরাং তাহারা অচিরে পঞ্চদষ্টতার (শাস্তির) সম্মুখীন হইবে—

৬১। কেবল ঐ সকল লোক বাতীত যাহারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, —এই সকল লোক জামাতে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না—

৬২। সেই চিরস্থায়ী জামাতসমূহ, যাহাদের সম্বন্ধে রহমান আল্লাহ নিম্ন বান্দাদের সঙ্গে (এমতাবস্থায়) ওয়াদা করিয়াছেন (যখন সেই জন তাহাদের) দৃষ্টির অগোচরে (রহিয়াছে), নিশ্চয় তাহার ওয়াদা পূর্ণ হইবেই।

৬৩। তথায় তাহারা শান্তি-সম্ভাষণ বাতীত কোন রুখা আলাপ ওনিবে না, এবং তথায় তাহারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাহাদের রিয়ক পাইতে থাকিবে।

৬৪। ইহাই সেই জামাত যাহার উত্তরাধিকারী আমরা আমাদের বান্দাগণ হইতে তাহাদিগকে করিব যাহারা মুতাকী হইবে।

৬৫। এবং (ফিরিশ্বাগণ তাহাদিগকে বসিবে), আমরা তোমার প্রভুর আদেশ বাহিরেই অবতরণ করি না; যাহা আমাদের সম্মুখ আছে এবং যাহা আমাদের পিছনে আছে এবং যাহা এতদূরত্বের মধ্যে আছে সব কিছু তাহার; এবং তোমার প্রভু কিছুই ভুলিবার নহেন;

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَٰئِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا ذَكِيًّا ۝

وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَةَ فَسَوْفَ يُلَاقُونَ عَذَابًا ۝

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُلَاقُونَ فِيهَا

عَذَابًا ۝ أَلَمْ يَكُنْ عَدَىٰ آلِ أَبِي رَبِيعٍ إِذْ جَاءَهُمْ بِلَاغٍ بِالْغَيْبِ أَنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ۝

لَا يَسْتَعِينُ فِيهَا لِفُلُوٍّ إِلَّا سُلَٰلًا وَلَهُمْ فِيهَا زُرَّارٌ ۝ وَعِشْيَا ۝

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ۝

وَمَا تَنْتَهِزُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۚ وَمَا كَانَ ذِكْرُكَ نِيًّا ۝

৪
(১৪)
৭

৬৬। তিনিই আকাশ-মঙ্গলের ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহার প্রভু, সূতরাং তোমরা তাহারই ইবাদত কর এবং তাহার ইবাদতে সদা ধৈর্য ধারণ কর; তুমি কি কাহাকেও তাহার সমত্ত্ব বিশিষ্ট জান ?

৬৭। এবং মানুষ বলিয়া থাকে, 'কী ! আমি যখন মরিয়া যাইব তখন আমাকে পুনরায় জীবিত করিয়া উঠানো হইবে ?'

৬৮। মানুষ কি ইহা সম্মরণ করে না যে আমরা ইতিপূর্বে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি, অথচ তখন সে কিছুই ছিল না ?

৬৯। অতএব, তোমার প্রভুর শপথ, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে এবং শয়তানদিগকে একত্রিত করিব, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে জাহান্নামের চতুর্দিকে নতজানু অবস্থায় স্থাপন করিব।

৭০। অতঃপর নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক দল হইতে তাহাদের মধ্যে রহমান আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক বিরুদ্ধাচরণকারীগণকে টানিয়া বাহির করিয়া লইব।

৭১। এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত আছি যাহারা ইহাতে দক্ষ হওয়ার অধিকতর উপযুক্ত।

৭২। এবং তোমাদের মধ্য হইতে প্রত্যেককেই ইহাতে আগমন করিতে হইবে, ইহা তোমার প্রভুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

৭৩। অতঃপর, যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিয়া থাকিবে তাহাদিগকে আমরা মুক্তি দান করিব এবং যালেমদিগকে ইহার মধ্যে নতজানু অবস্থায় ছাড়িয়া দিব।

৭৪। এবং যখন তাহাদিগকে আমাদের সম্মুখীন আয়াতসমূহ আরতি করিয়া শুনানো হয় তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা মো'মেনগণকে বলেন, 'আমাদিগকে বল, এই দুই দলের মধ্যে কোনটি পদ-মর্যাদার দিক দিয়া উত্তম এবং সজা-সঙ্গী হিসাবে উৎকৃষ্টতর ?

৭৫। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা সাক্ষ-সরশ্বরের দিক দিয়া এবং বাহ্যিক

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ
۞ لَّيْسَ بِدِينِهِ هَدًى تَعْلَمُ لَهُ سَيِّئَاتُ

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مَاتَ لَوْ أَنِّي كُنْتُ أُخْرَجُ حَيًّا

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَك
شَيْئًا

فَوَرَبِّكَ لَنَحْصِيَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُخَذِرَنَّهُمْ
حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثَا

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِن كُلِّ شِئْءٍ أَنفُسَهُ أَنفُسَ الَّذِينَ عَلَى الرَّحْمَنِ
عَيْتًا

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا جِثَا

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا
مَّقْضِيًّا

ثُمَّ نُنْفِخُ الْبُوقَ فَاتَّقُوا وَانذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا
جِثَا

وَإِذَا تَنَافَسَ عَلَيْهِمَا إِنَّنَا لَنَبْدُوهُمَا كَالَّذِينَ لَغَرُوا
لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيْ الْفَرِيقَيْنِ خَرَجُمُتَانَا وَ أَحْسَنُ
نَدِيًّا

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَوْمٍ لَهُمْ أَحْسَنُ أَنَا

শান-শওকতের দিক দিয়া ইহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ছিল।

وَرِيَّةً ۝

৭৬। তুমি বল, 'যাহারা দ্রাস্তিতে পড়িয়া আছে রহমান আল্লাহ তাহাদিগকে এক সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়া থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করে যাহার সম্বন্ধে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করা হয় — হয়তো শাস্তি অথবা শেষ মুহূর্ত; সুতরাং অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে যে, কে মর্যাদায় নিকৃষ্টতর এবং কে সৈন্য-বলে দুর্বল।'।

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّةً
كَثْرًا إِذَا رَأَى مَا يُوعَدُونَ إِنَّمَا الْعَذَابُ وَآثَامُ التَّكَاثُرِ
فَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۝

৭৭। এবং আল্লাহ হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদিগকে হেদায়াতে বাড়াইতে থাকেন; বস্তুতঃ স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম, পুরস্কারের দিক দিয়াও এবং পরিণামের দিক দিয়াও।

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَغْيُ أَخْلَى
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ۝

৭৮। তুমি কি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং বলে যে, 'আমাকে নিকৃষ্ট অনেক ধন-সম্পদ এবং অনেক সন্তান-সন্ততি দেওয়া হইবে?'।

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا
وَوَلَدًا ۝

৭৯। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে সংবাদ পাইয়াছে অথবা রহমান আল্লাহর নিকট হইতে কোন অস্বীকার নাইয়াছে?

أَطْلَعَ الْغَيْبِ أَمْ آتَاهُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝

৮০। এইরূপ কখনও হইবে না, সে যাহা বলে আমরা উহা অবশ্যই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিব এবং তাহার জন্য শাস্তিকে অনেক দীর্ঘ করিয়া দিব।

كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝

৮১। এবং সে যাহা বলিতেছে আমরা উহার উত্তরাধিকারী হইব এবং সে আমাদের নিকট একাকীই আসিবে।

وَرِثَتُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝

৮২। এবং তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য অনেক মা'বদ গ্রহণ করিয়াছে যেন উহারা তাহাদের জন্য শক্তি ও সম্মানের কারণ হইতে পারে।

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝

৮৩। এইরূপ কখনও হইবে না, অচিরেই তাহারা তাহাদের ইবাদতকে অস্বীকার করিবে এবং তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধবাদী হইয়া দাঁড়াইবে।

بَلْ كَلَّمَ سَيِّئُهُمْ إِنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يُكَذِّبُوا عَلَيْهِمْ وَلَهُ ۝

৮৪। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আমরা শয়তানদিগকে কাফেরদের উপর পাঠাইয়াছি, তাহারা তাহাদিগকে (মন্দ কাজ) শুব উত্তেজিত করে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَكْذُفُهُمْ
أَمْرًا ۝

৮৫। সূতরাং তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি করিও না, আমরা যথার্থভাবে তাহাদের জন্য (তাহাদের কার্যকলাপ) গণনা করিয়া রাখিতেছি।

فَلَا تَعْبُلْ عَلَيْهِمْ إِنَّا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۝

৮৬। (সম্মরণ কর) যেদিন আমরা মৃত্যুকীর্ণকে রহমান আল্লাহর সমীপে সম্মানিত মেহমান স্বরূপ একত্রিত করিব;

يَوْمَ نَحْضُمُ النَّاقَتِينَ إِلَى الرُّحْنِ وَفَدًّا ۝

৮৭। এবং আমরা অপরাধীদেরকে তুফার উটের পানের ন্যায় জাহান্নামের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইব।

وَنَسُوفُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا ۝

৮৮। সেদিন কাহারও শাফা'আত করার অধিকার থাকিবে না, সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে রহমান আল্লাহর নিকট হইতে অসীকার নইয়াছে।

لَا يَنْبَلُكَ الْشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَتَى عِنْدَ الرُّحْنِ عَهْدًا ۝

৮৯। এবং তাহারা বলে, 'রহমান আল্লাহ (নিজের জন্য) পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।'।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۝

৯০। নিশ্চয়, তোমরা এক অতি গুরুতর কথা বলিতেছে।

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ۝

৯১। আকাশসমূহ ফাটিয়া যাইবার ও পৃথিবী বিদীর্ণ হইবার এবং পর্বতমালা খণ্ডবিখণ্ড হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَعْرِجُ الْجِبَالُ هَدًّا ۝

৯২। কারণ তাহারা রহমান আল্লাহর প্রতি পুত্র আরোপ করিয়াছে।

أَن دَعَوْا لِلرُّحْمَنِ وَلَدًا ۝

৯৩। অথচ ইহা রহমান আল্লাহর পক্ষে সমীচীন নহে যে তিনি কোন পুত্র গ্রহণ করেন।

وَمَا يَنْبَغِي لِلرُّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝

৯৪। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে রহমান আল্লাহর সম্মুখে (তাঁহার) বান্দারূপে হাযির হইবে না।

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝

৯৫। নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাদিগকে যথার্থভাবে গনিয়া রাখিয়াছেন।

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝

৯৬। এবং তাহারা প্রত্যেক কৈয়ামতের দিন একাকী তাঁহার সমীপে হাযির হইবে।

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ۝

৯৭। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে রহমান আল্লাহ অচিরেই তাহাদের জন্য গভীর ভানবাসা সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝

৯৮। সূতরাং ইহাকে (কুরআনকে) তোমার ভাষায় আমরা সহজবোধ্য করিয়াছি যেন তুমি ইহার দ্বারা মুত্তাকীগণকে সুসংবাদ দাও এবং ইহার দ্বারা কলহপরায়ণ জাতিকে সতর্ক কর।

وَأَنذَرْنَاهُ إِلَىٰ آلِهِ لِنُبَيِّنَ لَهُ السَّعْيَ وَتَنذِيرًا
بِهِ قَوْمًا لَّدَا

৯৯। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে কতই না মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি ! তুমি কি তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও কোন ইঙ্গিত দ্বারা অনুভব করিতেছ অথবা তাহাদের মৃদু শব্দও শুনিতে পাইতেছ ?

وَكَمْ أَفْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِن قَوْمٍ هَلْ نَبِيٍّ مِنْهُمْ
فَمِنْ أَهْلٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا